রেডিও মেঘনা

মেঘনা বুলেটিন

জানুয়ারি ২০২১: সংখ্যা: ৩৫

আমাদের উদ্দেশ্য

রেডিও মেঘনা (উপকূলের কণ্ঠস্বর) কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি কমিউনিটি রেডিও। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে। এটি উপকূলীয় দ্বীপ ভোলার চরফ্যাশন উপজেলায় ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করে। রেডিও মেঘনা বৈধ অধিকারের দাবি, সমাজে বৈষম্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকবেলা ও পরিবেশ সুরক্ষা, মৎস্য, কৃষি, লিঙ্গীয় সমতা ও শিক্ষাখাতে সামাজিক, সংস্কৃতিক ও গ্রামীণ উন্নয়নে উৎসাহী করা এবং জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দরিদ্র কণ্ঠস্বর বাড়াতে কাজ করে।

/radiomeghna99.0 radiomeghna.net

ইমপ্ল্যান্ট গ্রহণে সুখী ফারজানার সংসার, আগ্রহী চরফ্যাসনের অন্য নারীরাও

দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়। এই স্লোগানে দেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারসহ দেশের বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে দম্পতিরা ক'টি সন্তান নেবেন তা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এমনি একটি পদ্ধতি ইমপ্ল্যান্ট। এটি ৩-৫ বছর মেয়াদী একটি অস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদি জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। একটি সন্তান জীবিত আছেন এবং কয়েক বছর আর সন্তান নিতে চাননা, এমন দম্পতি এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারবেন।

এমনি একজন গ্রহীতা চফ্যাসনের বেতুয়া এলাকার ফারজানা বেগম। তিনি বলেন, প্রথম সন্তান হওয়ার পর এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। ৩ বছর পর ইমপ্ল্যান্ট খুলে ফেলে পুনঃরায় গর্ভধারণ করার পরিকল্পনা করছেন তিনি। এ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য প্রচারের পর চরফ্যাসনের অনেক নারীই এখন ইমপ্ল্যান্টসহ পরিবার পরিকলপনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

একই এলাকার মারুফা বেগম ও তার স্বামী মোঃ মিলন এবং আছমা বেগম বলেন, তাদের এ বিষয়ে জানা ছিলোনা। তাই এখন পর্যন্ত কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করেননি তারা। তবে তাদের উপযোগী কোনো একটা পদ্ধতি গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এই দম্পতি। এ বিষয়ে চরফ্যাসন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শীকা এফডাব্লিউভি নিশি আক্তার বলেন, বর্তমানে অধিকাংশ পরিবার বিয়ের পর একটু দেরিতে বাচ্চা নিতে চান, বা প্রথম সন্তান নেওয়ার পর বিরতি নিতে চান তারাই ইমপ্ল্যান্ট পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য হাসপাতালে আসেন। তিনি আরো বলেন, ইমপ্ল্যান্টের বিশেষ সুবিধা হলো, এটি খুলে ফেলার সাথে সাথেই গর্ভধারণ করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে, এটি গ্রহণ বা খুলে ফেলার সময় অবশ্যই নিকটস্থ ক্লিনিক, হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার বা প্রশিক্ষিত নার্সের কাছে যেতে হবে।

রেডিও অনুষ্ঠান

উপকূলীয় প্রান্তিক জেলেদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, সরকারি সেবা ও দুর্যোগে তথ্য দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে রেডিও মেঘনা; বললেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হোসেন মিনার

চরফ্যাসন মেঘনার পাড়ে বাস করে বেশ কিছু সাধারণ জেলে পরিবার। প্রন্তিক এ জেলেরা মাছ ধরার কাজ করে মোটামুটি ভাবে সংসার চালায়। চরফ্যাশন এলাকায় ২০১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী নিবন্ধিত জেলে সংখ্যা ২৫ হাজার ৭৪ জন, বাকি সব জেলেরা অনিবন্ধিত এবং সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জেলে সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ জেলেদের জানা নেই তারা কোথায় গেলে, কিভাবে সকল সুবিধাদি

পেতে পারে। আবার যারা মাছ ধরার জন্য গভীর সমুদ্রে যায়, তাদের জন্য আবহাওয়ার সতর্কবার্তা জানা খুবই জরুরী। এইসব তথ্য ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে প্রান্তিক এলাকার জেলে ভাই ও অন্যান্য শ্রেণিপেশার মানুষের কাছে রেডিও মেঘনার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মারুফ হোসেন মিনার। সম্প্রতি 'জেলে জীবন' অনুষ্ঠানে আলোচনায় এসব কথা বলেন তিনি। তিনি আরো বলেন, একজন জেলের কী ধরনের সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এই সেবাগুলো তারা কোথায় গেলে পাবে এবং কিভাবে পেতে পারে। একজন জেলেকে নিবন্ধন করতে হলে কোথায় যেতে হবে/কিভাবে নিবন্ধন করতে হবে। এছাড়া বছরের কোন কোন সময় নদীতে মাছ ধরা নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতে রেডিও মেঘনার গুরুত্ব তুলে ধরেন এই মৎস্য কর্মকর্তা। সম্প্রচার সময়: প্রতি বুধবার ৫:৪০ টায়।

নারীদের সফলতার গল্প নিয়ে রেডিও অনুষ্ঠান 'সফল নারী'

চেষ্টা আর কঠোর পরিশ্রম করলে যেকোন জায়গা থেকে যেকোন মানুষ সফলতার শীর্ষে পৌঁছাতে পারে। তার দৃষ্টান্ত উদাহারণ চরফ্যাসন আলিগাঁ এলাকার রিনা বেগম (ছদ্ম নাম) । তিনি জানান, থাকার জন্য একতিল জমিও ছিলনা তার। অন্যের জায়গায় থাকতে হতো, শুনতে হতো প্রতিবেশির কটু কথা। স্বামী দপ্তরির চাকরি করে তিন ছেলে, এক মেয়ে ও শ্বাশুড়িসহ ছয় সদস্যের পরিবারের খরচ ও সন্তানদের পড়ালেখার খরচ চালানো অনেক কঠিন ছিল। এই অবস্থায় তিনি কাজ করে বাড়তি আয়ের সিদ্ধন্ত নিলেন। জাল বুনা, নকশি কাঁথা সেলাই, বাড়ির পাশের খালে জাল বসিয়ে মাছ ধরাসহ বিভিন্ন কাজ করতে শুরু করেন তিনি। এসব কাজ করে যা আয় হতো তা দিয়ে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে চার গন্ডা জমি কিনেন। এটা ছিল চার বছর আগের কথা।

বর্তমানের কথা হলো, অন্যদের মত ইট-বালি দিয়ে রাজকীয় বাড়ি না করে, সেই জায়গায় থাকার মত ছোট্ট ঘর বানিয়ে তা সাজিয়েছেন ফলমূল আর শাক-সবজি দিয়ে। বাকি জায়গায় পেঁয়াজ-রসুন, মিষ্টি আলু, লাউ, ছিম, পেয়ারা, লেবু, বরইসহ নানান কিছু দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন তার শখের বাড়ি। বাড়ির একপাশে আরো রয়েছে হাঁস-মুরগির খামার। খরচ বাদে এসব থেকে তার মাসে লাভ হয় ৫-১০ হাজার টাকা। তার এই সফলতা দেখে অনেকেই অনুপ্রাণীত হয়েছেন বলে জানান রিনা বেগম (৪০)।

গ্রামীণ নারীদের সফলতার গল্প নিয়ে নিয়মিত প্রচারিত হয় রেডিও মেঘনার সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান 'সফল নারী'। সম্প্রচার সময় প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫:৪০টায়। অনুষ্ঠানটির গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় তাসপিয়া।

শ্রোতাদের মতামত:

- রেডিও অনুষ্ঠান শুনে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে দম্পতিরা ক'টি সন্তান নেবেন তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পেয়ে উপকৃত হয়েছেন বলে জানান বেতুয়ার ও কাসেমগঞ্জ এলাকার কয়েকজন শ্রোতা। পাশাপাশি এ বিষয়ে নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারের কথা বলেন তারা।
- রেডিও পিএসএ শুনে জাতীয় স্বাস্থ্য বাতায়ন নম্বর ১৬২৬৩ নম্বরে কল করে বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে থাকেন শ্রোতারা। তবে নম্বর অনেক ব্যস্ত থাকে বলে আমাদের জানান।
- করোনা কালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা কোনো অসামাজিক কাজে যেনো যুক্ত না হয়ে যায় সেজন্য নিজেদের ব্যস্ত রাখতে সচেতনমূলক বিভিন্ন রেডিও অনুষ্ঠান শুনেন।

যোগাযোগ:
উম্মে নিশি, সহকারি স্টেশন ম্যানেজার, রেডিও মেঘনা। ফোন: ০১৭০৮ ১২০৩৯০
ই-মেইল: nishi.meghna@coastbd.net কুলসুমবাগ, চরফ্যাসন, ভোলা